দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' প্রকল্পটি গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৬শ' কোটি টাকার এই প্রকল্পের আওতায় দেশের মসজিদগুলোকে কাজে লাগিয়ে ৩০ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হবে। এটা মূলত শিশুদের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার প্রকল্প। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি তাদের মধ্যে ইসলামী আদব-আখলাক তথা নৈতিকতাভিত্তিক কল্যাণ কামিতার ভিত্তি মজবুত করা সম্ভব হবে। বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাবে দেশ যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিচলিত দশায় রয়েছে, সে সময় আমাদের শিশুদের সাথে মসজিদের এবং সর্বোপরি ইসলামী আদব-আখলাকের সম্পর্ক তৈরিতে সাড়ে ৬শ' কোটি টাকার এই প্রকল্প অনুমোদনকে আমরা স্বাগত জানাই। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এজন্য আমরা মোবারকবাদ জানাই। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ আমলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহেই মসজিদভিত্তিক এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত রূপ লাভ করে। একদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামীণ ছাত্রভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া হ্রাস এবং অন্যদিকে শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের আরেকটি উদ্দেশ্য নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক মহিলা-পুরুষ ও জেলখানার কয়েদীদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা এবং সাক্ষরতা জ্ঞানদান।

যথেষ্ট সাফল্যের সাথে পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে বিএনপি জোট সরকারের আমলে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখন দেশব্যাপী তীব্র ও ব্যাপক প্রতিবাদ উঠায় শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বহাল থাকে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মসজিদভিত্তিক এই শিক্ষা-প্রকল্প বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকারের ওপর জোর চাপ সৃষ্টি করে। জাতীয় শিক্ষার মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল প্রকল্প হিসেবে গণ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি দেশে শিক্ষা প্রসারের প্রাথমিক পদক্ষেপ। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণে এ পর্যন্ত যা কিছু চেষ্টা করা হয়েছে তার মধ্যে মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রকল্প সকল বিচারেই সফল, প্রশংসনীয় এবং যথার্থ। সফল এই প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের আওতায়ও ১৬ লাখ ২০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বিএনপি জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই প্রকল্প উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হতে পারলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে আরো বড় ধরনের অবদান রাখতে পারতো। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে ৩০ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হবে, তাদের ৮০ শতাংশই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে। দেশে শিক্ষার্থীর তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। তদুপরি প্রাথমিক শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষার মান অনেকাংশে নির্ভর করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষা প্রকল্প সম্প্রসারিত রূপ লাভ করলে তা মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে। দেশে প্রায় আড়াই/তিন লাখ মসজিদ রয়েছে, যেগুলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কাজে সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পাওয়ায় শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিত হয়ে ওঠে। সর্বজনীন শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই মসজিদগুলো অবদান রাখতে পারে। মসজিদের ইমাম ছাড়াও দেশের আলেম-ওলামারা এই প্রকল্পের অধীনে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করবেন। তাদের নিয়োগের ব্যাপারে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং যোগ্যতা-দক্ষতার বিষয়টি অগ্রগণ্য হতে হবে। কেননা নিছক দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির নিয়োগ মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারবে না। এছাড়া যারা নিয়োগ পাবেন তাদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রকল্প ইতোমধ্যে একটি সফল প্রকল্প হিসেবে গণ্য হয়েছে। জাতীয় স্বার্থের নিরিখে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্প আগামীতে আরো সম্প্রসারিত করা হোক, এটা দেশবাসী কামনা করেন। প্রাক-প্রাথমিক এই শিক্ষা-প্রকল্প সম্প্রসারিত হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, শিশুদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি মজবুত হয়ে উঠবে। তারা শান্তি ও কল্যাণের ভিত্তি আদব-আখলাক অনুসরণের মানসিকতা নিয়ে ছাত্রজীবন শুরু করতে পারবে। তৃতীয়ত, নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা ও সাক্ষরতা জ্ঞানদানের কার্যক্রমও ব্যাপক হয়ে উঠবে। চতুর্থত, আলেম সমাজের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পরিশেষে বলতে হয়, শিক্ষার মানোন্নয়নে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ এখন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করছে বিশ্বব্যাপী। আজকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, পারিবারিক বিশৃঙ্খলার পেছনে ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার অনুপস্থিতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই দায়ী করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শিশুর বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তি গড়ে দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার নৈতিক মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প।